BENGALI GENERAL

UG
Bengali General (CBCS)
Semester - IV
Sub = শব্দালঙ্কারের পরিচয়

Lakhindar Das
07.04.20

Page-01

Bhatter College, Dantan

অলঙ্কার : সংজ্ঞা :

যে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইয়ের সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং রসের উৎকর্ষ সাধিত করে তাকে অলঙ্কার বলে ॥

অলঙ্কার : শ্রেণীবিভাগ

অলঙ্কারকে দুইভাগে ভাগ করা যায় —

অলঙ্কার
(ক) শব্দালঙ্কার   (খ) অর্থালঙ্কার

(ক) শব্দালঙ্কার : শব্দের ধ্বনি রূপের আশ্রয়ে যে শ্রেণীর অলঙ্কার তৈরি হয় তাকে 'শব্দালঙ্কার' বলে।

□ বৈশিষ্ট্য : শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে শব্দের ধ্বনিরূপ বদলে দিলে বা পাল্টে দিলে শব্দালঙ্কার আর টিকে থাকে না। উদা: "বিজন বিপুল ভবনে
রমণী হাঁসিতে লাগিল হাঁসি"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদাহরণটিতে ব - ভ ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি বাকযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়ে একটি শ্রুতি মধুর সমাবেশ ঘটিয়েছে। যার ফলে বাক্যটির শ্রুতি-সৌন্দর্য বেড়ে উঠেছে।

নির্ণয়: অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মত করে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা শব্দালঙ্কারের উদাহরণ বলতে পারি।

* অনুপ্রাস শব্দটিকে ভাঙলে আমরা পাই 'অনু' ও 'প্রাস'। 'অনু' মানে = পশ্চাদবর্তী, 'প্রাস' মানে = আবৃত্তি হওয়া। অতএব অনুপ্রাস শব্দের মূল অর্থ — পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবৃত্তি হওয়া।

শব্দালঙ্কারের এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল : (ক) অনুপ্রাস, (খ) শ্লেষ, (গ) যমক।

(ক) অনুপ্রাস : যে শব্দালঙ্কারে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ পুনঃ পুনঃ বিন্যাস ঘটে তাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

ধ্বনিগুচ্ছের পুনঃপুনঃ বিন্যাস

উদা: "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশটিতে 'গ' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনটি পঙক্তির শীর্ষে বারবার আবৃত্ত হয়েছে।

আমরা জানি যে শব্দালঙ্কারে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ পুনঃ পুনঃ বিন্যাস ঘটে তাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

নির্ণয়: উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'অনুপ্রাস' অলঙ্কারের উদাহরণ বলতে পারি।

অনুপ্রাস অলঙ্কারকে ৫ টি ভাগে ভাগ করা যায়:

অনুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাস | বৃত্ত্যনুপ্রাস | ছেকানুপ্রাস | লাটানুপ্রাস | শ্রুত্যনুপ্রাস

(i) অন্ত্যানুপ্রাস: যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে কবিতার এক চরণের বা এক পঙক্তির শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে, পরবর্তী চরণে যদি সেই শব্দধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে তাকে অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

(এক চরণের শেষে অপর চরণের শেষে পুনরাবৃত্তি ঘটে)

উদা: "মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশটির প্রথম চরণের শেষের শব্দ 'সমান' শব্দের শেষে 'আন' ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের শেষ 'পুণ্যবান' শব্দের 'আন' ধ্বনি গুচ্ছের অবিকল মিল লক্ষিত হয়।

আমরা জানি যে, অনুপ্রাস অলঙ্কারে এক চরণের শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে, দ্বিতীয় চরণের শেষে যদি সেই শব্দ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

নির্ণয়: অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কারের' উদাহরণ বলতে পারি।

(ii) বৃত্ত্যনুপ্রাস: যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে ক্রমানুসারে, যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় তাকে 'বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার' বলে।

(ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছ বহুবার ধ্বনিত হয়)

উদা: "কেতকি কেশরে কেশপাশ করো সুরভি"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনি পাঁচবার ও 'শ' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার আবৃত্তি হয়ে ~~একটি~~ শ্রুতিসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

আমরা জানি যে, অনুপ্রাস অলঙ্কারে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি বহুবার ধ্বনিত হয়, তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার বলে।

নির্ণয়: অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার'-এর উদাহরণ

Scanned with CamScanner

iii) ছেকানুপ্রাস : যেমন অনুপ্রাস অলঙ্কারে একটি ধ্বনিগুচ্ছ একই ক্রমে অসংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় তাকে 'ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার' বলে। দুবার ধ্বনিত

উদা: "ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর—
এখনি অন্ধ —
বন্ধ করোনা পাখা"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশটিতে 'ন্ধ', 'ন্ধ' ব্যঞ্জনগুচ্ছ অসংযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়েছে।

আমরা জানি যে, অনুপ্রাস অলঙ্কারে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি গুচ্ছ সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে একই ক্রমে মাত্র দু-বার আবৃত্ত হয়, তাকে 'ছেকানুপ্রাস' অলঙ্কার বলে।

নির্ণয়: অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'ছেকানুপ্রাস' অলঙ্কারের উদাহরণ বলতে পারি।

iv) লাটানুপ্রাস : যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে তাৎপর্য বৃদ্ধির জন্য অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে 'লাটানুপ্রাস' অলঙ্কার বলা হয়।

অর্থ পরিবর্তন না করে শব্দের পুনরাবৃত্তি

উদা: "কালো তা সে যতই কালো হোক
তবু কালো হরিণ দুটি চোখ"

ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশটিতে 'কালো' শব্দটি অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে তাৎপর্য বৃদ্ধির জন্য বহুবার আবৃত হয়েছে। উদ্ধৃতাংশটিতে —
"প্রথম 'কালো' শব্দের তাৎপর্য 'সাধারণ কালো'"
ও দ্বিতীয় 'কালো' শব্দের তাৎপর্য 'প্রকৃত কালো'
ও তৃতীয় কালো শব্দের তাৎপর্য 'জাম কালো'

আমরা জানি যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে (সংজ্ঞা) দিতে হবে।

নির্ণয়: অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'লাটানুপ্রাস' অলঙ্কারের উদাহরণ বলতে পারি।

Lakhindar Santra

Scanned with CamScanner

(v) **শ্রুত্যনুপ্রাস** : যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে বাগ্যন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ ঘটে তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস অলঙ্কার বলে। (বাকযন্ত্রের অন্তর্গত)

উদা : "বিজন বিপুল বনে
রমণী হাঁসিতে লাগিল হাঁসি"

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশে বাক্যন্ত্রের একই স্থান ওষ্ঠ থেকে ব, প, ভ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির একটি শ্রুতিমধুর সমাবেশ ঘটে, বাক্যটির শ্রুতিসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আমরা জানি যে অনুপ্রাস অলঙ্কারে বাকযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রুতিমধুর সমাবেশ ঘটে তাকে 'শ্রুত্যনুপ্রাস' অলঙ্কার বলে।

নির্ণয় : উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'শ্রুত্যনুপ্রাস' অলঙ্কারের উদাহরণ বলতে পারি।

(খ) **শ্লেষ অলঙ্কার** : যে অলঙ্কারে একটি শব্দ ~~একবারই~~ একবার ব্যবহৃত হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাকে '**শ্লেষ**' অলঙ্কার বলে।

উদা:- বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীন, রবি → সূর্য, রবি - রবীন্দ্রনাথ

শ্লেষ অলঙ্কারকে "**শব্দশ্লেষ**" অলঙ্কার নামে চিহ্নিত করা হয়।

শ্লেষ অলঙ্কারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

শ্লেষ
- (i) সভঙ্গ শ্লেষ **অলঙ্কার**
- (ii) অভঙ্গ শ্লেষ **অলঙ্কার**

(i) **সভঙ্গ শ্লেষ** : যে শ্লেষ অলঙ্কারে শব্দকে ~~এক~~ ভেঙে একটি অর্থ পাওয়া যায় এবং না ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া যায়, তাকে **সভঙ্গ** শ্লেষ অলঙ্কার বলে।

উদা : "সীতারে আর অবনাম জানকী"

উদা:- ~~পৃথিবী টাকার গোলাকার~~

ব্যাখ্যা:- পৃথিবী টা কার গোলাকার?

(Lakhindar Das
M.A. (Beng), B.Ed-)

Scanned with CamScanner

ব্যাখ্যাঃ উদ্ধৃতাংশে 'জানকী' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়ে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে —

'জানকী' শব্দের প্রথম অর্থ -
'সীতার অপর নামান্তর'

'জানকী' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ -
জান-কী (প্রশ্নসূচক পদ)

আমরা জানি, যে শ্লেষ অলংকারে শব্দকে ভেঙে একটি অর্থ ও না ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া যায় তাকে 'সভঙ্গ' শ্লেষ অলংকার বলে।

নির্ণয়ঃ অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'সভঙ্গ' শ্লেষ অলংকারের উদাহরণ বলতে পারি।

(ii) অভঙ্গ শ্লেষঃ যে শ্লেষ অলংকারে শব্দকে না ভেঙে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় তাকে 'অভঙ্গ' শ্লেষ অলংকার বলে।

উদাঃ "আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে"

ব্যাখ্যাঃ উদ্ধৃতাংশে 'গুণ' শব্দকে না ভেঙে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

'গুণ' শব্দের প্রথম অর্থ —
'ধনুকের ছিলা'

'গুণ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ -
'বৈশিষ্ট্য'

উদাঃ- মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে
ব্যাখ্যা মধু = কবি মধুসূদন দত্ত
মধু = ফুলের মধু।

আমরা জানি যে অলংকারে একটি শব্দকে না ভেঙে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় তাকে 'অভঙ্গ' শ্লেষ অলংকার বলে।

নির্ণয়ঃ অতএব উপরিউক্ত ব্যাখ্যা সূত্র ধরে উদ্ধৃতাংশটিকে আমরা 'অভঙ্গ' শ্লেষ অলংকারের উদাহরণ বলতে পারি।

Lakhinandar Das
M.A., B.Ed

Scanned with CamScanner